বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
www.bb.org.bd

এফই সার্কুলার পত্র নং-১৮

তারিখঃ ২১ আষাঢ় ১৪২৮ / ০৫ জুলাই ২০২১

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনে নিয়োজিত সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক
এবং Authorized Gold Dealer(AGD) হিসেবে অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রিয় মহোদয়গণ,

স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ প্রসংগে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ০২/০৬/২০২১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ২৬.০০.০০০০.১০০.৪২.০০৮.২১-১১২ এর মাধ্যমে স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ জারি করা হয়েছে।

০২। প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সার্কুলার পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ বর্ণনানুযায়ী

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে)
ফোনঃ ৯৫৩০১২৩

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৩, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
রপ্তানি-১ অধিশাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০২ জুন ২০২১

নং ২৬.০০.০০০০.১০০.৪২.০০৮.২১-১১২—নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার এতদসংগে সংযুক্ত 'স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১' অনুমোদন করেছেন। তা এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

২। অনুমোদিত 'স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১' অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাজনীন পারভীন
উপসচিব।

'স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১'

প্রস্তাবনা

প্রাচীনকাল থেকেই স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মানুষের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ ও আভিজাত্যের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্য হওয়ায় স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহারের পাশাপাশি উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নআয়ের মানুষ আপদকালীন সঞ্চয় হিসেবে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় এবং মজুদ করে থাকে। এছাড়া, উদ্বৃত্ত অর্থ, স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত রাখার প্রবণতাও মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য কারণে বিদেশ ভ্রমণে গেলেও স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়ের ক্ষেত্রে মানুষের বেশ আগ্রহ রয়েছে। বংশানুক্রমিকভাবে

মূল্য : টাকা ৮.০০

স্বর্ণের মালিক/অধিকারী হওয়ার সংস্কৃতিও প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে স্বর্ণের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব প্রায় একইরূপ।

বিশ্বের অলংকার উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বেলজিয়ামসহ ইউরোপীয় দেশসমূহ, ভারত, চীন ইত্যাদি অন্যতম। অলংকারের প্রধান আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে সুইজারল্যান্ড, চীন, ইউকে, হংকং, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ইউএই, বেলজিয়াম, জার্মানি, সিংগাপুর ইত্যাদি অন্যতম। বিশ্বে ২০১৯ সালে আর্থিক মূল্যে অলংকার মার্কেটের আকার ছিল ২২৯.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৫ সালে তা ২৯১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌছাবে। হস্ত নির্মিত এবং মেশিনের তৈরি উভয় প্রকারের অলংকারের বিশ্ব বাণিজ্য বিদ্যমান। হস্ত নির্মিত অলংকার বেশ শ্রমঘন এবং মূল্য সংযোজন অনেক বেশি। হস্তনির্মিত অলংকারের প্রায় ৮০% বাংলাদেশ ও ভারতে উৎপাদিত হয়। নানাবিধ কারণে হস্তনির্মিত অলংকার রপ্তানিতে বাংলাদেশ তেমন ভূমিকা রাখতে পারেনি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্বর্ণ খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ মাত্র ৬৭২.০০ মার্কিন ডলার। ৮০'র দশক থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে অলংকার রপ্তানি সম্ভব হয় নাই। হয়ত অলংকার বিক্রিতা প্রতিষ্ঠানের কাছে স্থানীয় বাজার অত্যন্ত লাভজনক।

বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত স্বর্ণ, ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যাগেজ রুলের আওতায় আনয়নকৃত স্বর্ণ এবং স্বল্প পরিসরে আমদানিকৃত স্বর্ণ হতে এ খাতের ব্যবসায়ীগণ স্বর্ণ সংগ্রহ করে থাকেন। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীগণ তাদের কাছে মজুদকৃত স্বর্ণের বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেন না বিধায় মজুদকৃত স্বর্ণ প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এছাড়া, দেশে মজুদকৃত স্বর্ণ, বাৎসরিক স্বর্ণের চাহিদা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যও অনুপস্থিত। সংশ্লিষ্টদের ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণের প্রকৃত চাহিদার পরিমাণ বাৎসরিক সর্বনিম্ন ২০ হতে সর্বোচ্চ ৪০ মেট্রিক টন। এই চাহিদার আনুমানিক ১০ শতাংশ স্বর্ণ তেজাবি স্বর্ণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে এই ধারণার ভিত্তিতে বলা যায় যে প্রতিবছর নতুন স্বর্ণের জন্যে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রায় ১৮—৩৬ মেট্রিক টন যার সিংহভাগ বৈধভাবে আমদানিকৃত স্বর্ণের মাধ্যমে পূরণ হয় না বলে আশংকা করা হয়।

বাংলাদেশ স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশ নয় বিধায় এ খাতটি আমদানি নির্ভর। আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮ এর বিধান অনুযায়ী The Foreign Exchange Regulation Act 1947 (Act No. VII of 1947) এর প্রদত্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানি করার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক The Foreign Exchange Regulation Act 1947 এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের সংশ্লিষ্টতা থাকায় স্বর্ণ আমদানির ক্ষেত্রে L/C খোলার পরও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিতে হয়। স্বর্ণ আমদানির বিদ্যমান পদ্ধতির সাথে এ খাতের ব্যবসায়ীগণ হয়ত খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।

ফলে, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানি, স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, রপ্তানি, মজুত ও লেনদেন, মাননিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা, দলিলায়ন ও তথ্য সংরক্ষণ, ভোক্তা/ক্রেতা অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের মাধ্যমে স্বর্ণখাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা হিসেবে "স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮" প্রণীত হয়। স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ কার্যকর হওয়ার পর নীতিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুসরণে অনুমোদিত ডিলারের মাধ্যমে স্বর্ণবার এবং স্বর্ণালঙ্কার আমদানি আরম্ভ হয়েছে।

এক্ষণে, অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আমদানিপূর্বক নিজস্ব পরিশোধনাগার (Refinery Plant) এ পরিশোধনকরত বিভিন্ন গ্রেডের স্বর্ণবার ও স্বর্ণ কয়েন উৎপাদন ও বিপণনে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি উদ্যোক্তা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে, স্বর্ণ নীতিমালায় স্বর্ণবার এবং স্বর্ণালঙ্কার আমদানির বিধান থাকলেও অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আমদানির বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনাক্রমে 'স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১' এ অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আমদানি, পরিশোধনাগার স্থাপন ও তৎসম্পর্কিত বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত করে তা সংশোধন করা সমীচীন হবে মর্মে ঐকমত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে অদ্যাবধি অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ পরিশোধনের লক্ষ্যে কোনো পরিশোধনাগার স্থাপিত হয়নি। অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ নিজস্ব প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পরিশোধন করা সম্ভব হলে শিল্পায়নের এক নতুন দিগন্তে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের Gold Refiners দেশের তালিকাভুক্ত হবে বাংলাদেশের নাম। এছাড়া, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও প্রযুক্তি আহরণসহ দক্ষ জনবলের সৃষ্টি হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ স্বর্ণবার, চাহিদা পূরণের পাশাপাশি স্বর্ণবার, সরাসরি রপ্তানি করাও সম্ভব হবে যা রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনয়নের পাশাপাশি আমদানি প্রতিস্থাপক হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশের ব্রান্ডিং এর পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর অবদান রাখা সম্ভব হবে।

১.০ শিরোনাম :

এই নীতিমালা স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ নামে অভিহিত হবে।

১.১ স্বর্ণ নীতিমালার লক্ষ্য :

এই নীতিমালার লক্ষ্য হলো স্বর্ণখাতের সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বর্ণ আমদানি, সরবরাহ, সংগ্রহ ও মজুত, ক্রয়-বিক্রয়, এবং বিভিন্ন গ্রেডের স্বর্ণবার, স্বর্ণ কয়েন ও স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণকল্পে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন।

১.২ উদ্দেশ্যসমূহ :

১. দেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণের বাণিজ্যিক ব্যবহার এবং রপ্তানির উদ্দেশ্যে স্বর্ণের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে স্বর্ণ আমদানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং স্বর্ণ আমদানি ও পরবর্তী বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিধানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট আমদানিকারক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ;

২. স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণবার, স্বর্ণ কয়েন রপ্তানিতে উৎসাহ এবং নীতি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ;

৩. স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণবার, স্বর্ণ কয়েন রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক/বন্ড সুবিধা যৌক্তিকীকরণ ও সহজীকরণ;

৪. স্বর্ণখাতে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ;

৫. পরিশোধনাগার/কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন;

৬. ভোক্তা/ ক্রেতা, স্বর্ণ ব্যবসায়ীসহ এ খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের স্বার্থ সংরক্ষণ;

৭. সকল অংশীজনের অংশীদারিত্ব ও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বর্ণখাতের সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।

১.৩ প্রয়োগ ও পরিধি :

এই নীতিমালা স্বর্ণ খাতে আমদানি, ব্যবসা ও রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই নীতিমালা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য সকল এলাকায় প্রযোজ্য হবে।

২.০ সংজ্ঞা :

(ক) এক্ষেত্রে সরকার বলতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-কে বুঝাবে।

(খ) "অনুমোদিত ডিলার" অর্থ The Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ও এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত অথরাইজড ডিলার ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত ও অনুমোদিত একক মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা লিমিটেড কোম্পানি।

(গ) "অলংকার" বলতে শুধু স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুতকৃত অলংকার এবং স্বর্ণের পরিমাণ নির্বিশেষে স্বর্ণের সাথে হীরক, রৌপ্য ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর মিশ্রণে প্রস্তুতকৃত এবং/অথবা সাধারণ পাথর দ্বারা খচিত অলংকার।

(ঘ) "স্বর্ণ" বলতে স্বর্ণবার, স্বর্ণকয়েন, স্বর্ণালঙ্কার, অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক (Ore)[1] /আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ (Dore)[2] কে বুঝাবে;

(ঙ) পরিশোধনাগারঃ এখানে পরিশোধনাগার বলতে অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক (Ore)/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ (Dore) পরিশোধনের মাধ্যমে স্বর্ণবার ও স্বর্ণ কয়েন উৎপাদনে নিয়োজিত পরিশোধনাগার কে বুঝাবে;

(চ) "মূসক কর্তৃপক্ষ" অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বিধান মোতাবেক নিয়োগকৃত মূল্য সংযোজন কর্তৃপক্ষ;

(ছ) "মূসক নিবন্ধিত" অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বিধান মোতাবেক নিবন্ধিত।

---

[1] অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক (Ore) হচ্ছে খনি হতে প্রাপ্ত এক বা একাধিক খনিজ পদার্থ/ধাতু মিশ্রিত অপরিশোধিত স্বর্ণ যার প্রতি টনে ০.৫০ গ্রাম হতে ৩২.০ গ্রাম স্বর্ণ থাকে।

[2] আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ (Dore) বলতে সেই স্বর্ণকে বোঝায় যার মান/বিশুদ্ধতা হলো ৫০০-৯৫০.০ PPT.

৩. **বাংলাদেশে স্বর্ণ আমদানি সহজীকরণ সম্পর্কিত বিধানাবলি :**

৩.১ বর্তমানে স্বর্ণ আমদানি রীতি ও পদ্ধতির অতিরিক্ত হিসেবে দেশের অভ্যন্তরীণ স্বর্ণালঙ্কার ও স্বর্ণবারের চাহিদা পূরণকল্পে অনুমোদিত ডিলারের মাধ্যমে স্বর্ণবার, স্বর্ণালঙ্কার, অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আমদানির নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে। অনুমোদিত ডিলার নির্বাচনের কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পন্ন করা হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এতদুদ্দেশ্যে গাইডলাইন বা নির্ধারিত নির্ণায়ক নির্ধারণ করবে।

৩.২ অনুমোদিত ডিলার সরাসরি স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে স্বর্ণবার, স্বর্ণালঙ্কার আমদানি করবে।

৩.২ক কেবলমাত্র বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত স্বর্ণ পরিশোধনাগার/পরিশোধনাগারসমূহ পরিশোধনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত উৎস হতে অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আমদানি করতে পারবে। তবে, অপরিশোধিত স্বর্ণ/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমোদিত ডিলার হিসেবে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায়িক ডিলার এবং পরিশোধানাগারের ডিলার পৃথক হবে।

৩.৩ অনুমোদিত ডিলার বন্ড সুবিধা গ্রহণ করে স্বর্ণ আমদানি করতে পারবে। সেক্ষেত্রে স্বর্ণ আমদানি করার নিমিত্ত অনুমোদিত ডিলারকে আবশ্যিকভাবে আমদানি নীতি আদেশ এবং কাস্টমস এ্যাক্ট এর বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক বন্ড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪ অনুমোদিত ডিলার স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীদের চাহিদার ভিত্তিতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানি করতে পারবে।

৩.৫ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী হতে প্রাপ্ত চাহিদার বিপরীতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানির পূর্বে অনুমোদিত ডিলার চালান ভিত্তিক সম্ভাব্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করে উক্ত ব্যয় পরিশোদের বিষয়ে অনাপত্তি গ্রহণ করবে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অনাপত্তি বিষয়ে অবহিত করবে।

৩.৬ অনুমোদিত ডিলার সাইট ঋণপত্র, ডেফার্ড ঋণপত্র (৯০ দিনের মধ্যে বিলম্বে মূল্য পরিশোধের শর্তে), চুক্তি/টিটি (৯০ দিনের মধ্যে বিলম্বে মূল্য পরিশোধের শর্তে), কিংবা কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার, অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আমদানি করতে পারবে।

৩.৭ মূসক নিবন্ধিত প্রকৃত স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী অনুমোদিত ডিলারের নিকট হতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় করতে পারবে। তবে স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে একইসঙ্গে Gold (Procurement, Storage and Distribution Order 1987) এর আওতায় জেলা প্রশাসকের নিকট হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত হতে হবে। অধিকন্তু এসব প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ীকে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত ব্যবসায়ী সমিতির বৈধ সদস্য হতে হবে।

৩.৮ ফরমাশকারী স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কারের চাহিদা অনুমোদিত ডিলারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে অনুমোদিত ডিলারের নিকট প্রদান করবে। অনুমোদিত ডিলার প্রতিবার স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চাহিদা দাখিলের জন্য বলতে পারে। চাহিদাপত্র দাখিলকালে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে ক্রয়তব্য পরিমাণ স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কারের সে সময়ের আমদানি মূল্যের কমপক্ষে ৫% জামানত হিসেবে অনুমোদিত ডিলারের নিকট জমা দিতে হবে। এ অর্থ স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার গ্রহণকালে স্বর্ণের মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

৩.৮.ক তবে, অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক নিজস্ব ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে স্বর্ণালঙ্কার/স্বর্ণবার আমদানির ক্ষেত্রে জামানত প্রয়োজন হবে না।

৩.৯ অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক স্বর্ণবার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে চাহিদাপত্র গ্রহণকালে ফরমায়েশ প্রদানকারী স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পরিশিষ্ট-ক মোতাবেক ফরমায়েশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী মাসের স্বর্ণবার এবং স্বর্ণালঙ্কারের প্রারম্ভিক মজুদ, ক্রয় বা সংগ্রহ, স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় বা সরবরাহ, স্বর্ণবার ও স্বর্ণলঙ্কারের সমাপনী মজুদ ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত ঘোষণাপত্র, যা সংশ্লিষ্ট মূসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত, আবশ্যিকভাবে সংগ্রহ করবে। মূসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন অনলাইনে প্রাপ্তিতে অনুমোদিত ডিলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

৩.১০ অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার এবং অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আমদানি ও বিক্রয়ের সময়ে প্রযোজ্য শুল্ক কর আইনানুগভাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

৩.১১ অনুমোদিত ডিলার এবং স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূসক কর্তৃপক্ষ কাস্টমস এ্যাক্ট ও মূল্য সংযোজন কর আইন এবং তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ করা হবে।

৪.০ পরিশোধনাগার/কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন :

৪.১ অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ পরিশোধনের উদ্দেশ্যে স্বর্ণ পরিশোধনাগার (Gold Refinary) স্থাপন ও পরিচালনায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পদ্ধতি [Standard Operating Procedure (SOP)] অনুসরণ করতে হবে।

৪.২ হীরক কাটিং/প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে কারখানা স্থাপন ও পরিচালনায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বতন্ত্র Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ণ করা হবে। প্রয়োজনে হীরক খাতে বিদ্যমান বিধিমালা 'অমসৃন হীরা (Rough Diamond) আমদানী ও রফতানী (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬' যুগোপযোগী করা হবে।

৪.৩ অপরিশোধিত অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ পরিশোধনের উদ্দেশ্যে পরিশোধনাগার স্থাপন ও পরিচালনায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন করা হবে।

৫.০ **স্বর্ণ বাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ :**

৫.১ (ক) অলংকার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ীকে দেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণ/অলংকারের ব্যবসা করার জন্য বলবৎ আইনসমূহের অধীন লাইসেন্স/নিবন্ধন/সনদ [যেমন : মূসক নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর নিবন্ধন, Gold Procurement, Storage and Distribution Order, 1987 এর অধীন ব্যবসায়িক লাইসেন্স, ইত্যাদি] গ্রহণ করতে হবে।

(খ) এই নীতিমালা জারির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নীতিমালা জারির তারিখে সকল মূসক নিবন্ধিত অলংকার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী পরিশিষ্ট-খ মোতাবেক মজুদ স্বর্ণ, হীরক রৌপ্য, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তুতকৃত অলংকার মজুদ সম্পর্কিত ঘোষণা সংশ্লিষ্ট মূসক কার্যালয়ে দাখিল করবেন; এবং পরবর্তীতে প্রতি মাসে স্বর্ণ, হীরক, রৌপ্য, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তুতকৃত অলংকার ইত্যাদির সংশ্লিষ্ট মাসের প্রারম্ভিক মজুদ, ক্রয় বা সংগ্রহ বিক্রয় বা সরবরাহ, সমাপনী মজুদ ইত্যাদির তথ্য মাসিক দাখিল পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট মূসক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন।

৫.২ স্বর্ণ, হীরক, রৌপ্য, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু এবং অলংকারের পাইকারী ও খুচরা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে 'ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার' (ইসিআর/ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার ব্যবস্থা/মূসক চালান/ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (EFD)/সেলস ডাটা কনট্রোলার (SDC) /জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সফট ওয়্যারের ব্যবহার প্রচলন করতে হবে।

৫.৩ স্বর্ণ খাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী যারা মূসক ও কর এর আওতাভুক্ত এবং Gold (Procurement, Storage and Distribution Order), 1987 এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত এসোসিয়েশনের সদস্য শুধু তারাই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত ডিলারের নিকট হতে চাহিদার বিপরীতে স্বর্ণবার সংগ্রহ করতে পারবে।

৫.৪ সর্বশেষ বছরে বিক্রিত অলংকারের বিপরীতে মূসক চালানে উল্লিখিত অলংকারের পরিমাণ অনুযায়ী চাহিদা নিরূপণ করে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণবার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অনুমোদিত ডিলার হতে সরবরাহ করা যাবে।

৫.৫ গ্রাহকের নিকট হতে রিসাইকেল্ড স্বর্ণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বিধানের লক্ষ্যে উক্ত গ্রাহক/বিক্রেতার জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট এর কপি এবং পূর্ণাঙ্গ যোগাযোগের ঠিকানা সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৬ অলংকার খাত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ীকে মূসকের আওতাধীন হতে হবে।

৬.০ **স্বর্ণমান প্রণয়ন, যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ :**

৬.১ সরকার স্বর্ণের জন্য নিজস্ব মান প্রণয়ন করবে।

৬.২ ক. সরকারি মান নিয়ন্ত্রক সংস্থা অথবা সরকার বিবেচিত অন্য যে কোনো কর্তৃপক্ষের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ('ল্যাবটেস্ট' বা 'ফায়ার টেস্ট' ও 'হলমার্ক টেস্ট' সুবিধাসহ) স্বর্ণ মান যাচাই ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ যাচাই নিশ্চিতকরণে পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা/আপগ্রেডেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং এ সকল মান যাচাই কেন্দ্রের বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হতে এ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণ করতে হবে।

খ. বিএসটিআই অথবা বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) কর্তৃক স্বীকৃত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্বর্ণ মান ও বিশুদ্ধতা যাচাইপূর্বক সনদ প্রদান করবে।

৬.৩ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে হলমার্ক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৬.৪ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হলমার্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক হবে।

৬.৫ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিয়মানুযায়ী স্বর্ণ/স্বর্ণালঙ্কারে খাদের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

৭.০ **ভোক্তা-স্বার্থ নিশ্চিতকরণ :**

৭.১ বিক্রয় চালানে বিক্রিত অলংকারে মান (ক্যারেট) পাথর, মজুরি, মূসক ও প্রযোজ্য অন্যান্য কর এবং মূল্যের তথ্য পৃথক ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৭.২ বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় স্মারকের (ক্যাশ মেমো) সাথে স্বর্ণালঙ্কারে হলমার্ক স্টিকার প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।

৭.৩ ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণে ভোক্তা সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে ও পরিবীক্ষণ পরিচালনা করবে।

৮.০ স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কারের অনানুষ্ঠানিক (Informal) আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ:

৮.১ স্বর্ণবার ও স্বর্ণলঙ্কারের বৈধ ও আনুষ্ঠানিক আমদানি ব্যতীত সকল ধরনের অনানুষ্ঠানিক আমদানি নিরুৎসাহিত করা হবে।

৮.২ কোন বাংলাদেশি মহিলা যাত্রী কর্তৃক বিদেশ হতে নির্ধারিত পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার পরিধানপূর্বক আনয়নের ক্ষেত্রে ডিউটি ধার্য করা হবে না। প্রয়োজনে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাগেজ রুল সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৯.০ রপ্তানিতে প্রণোদনা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধাসমূহ

৯.১ মূসক ও ট্যাক্সের আওতায় নিবন্ধিত বৈধ স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণের অনুকূলে স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণবার রপ্তানিকারক হিসেবে রপ্তানি সনদ প্রদান করা হবে।

৯.১ক. স্বর্ণবার রপ্তানিকারকগণের আবশ্যিকভাবে স্বর্ণ পরিশোধনাগার থাকতে হবে।

৯.২ শুধুমাত্র নিশ্চিত (Confirmed) ও স্বচ্ছ এবং বিশ্বাসযোগ্য রপ্তানি আদেশের চাহিদার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণবার সরবরাহ করা হবে।

৯.৩ বৈধভাবে স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণবার, স্বর্ণ কয়েন রপ্তানি উৎসাহিত করতে রপ্তানিকারকদেরকে স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণবার, স্বর্ণ কয়েন তৈরির কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতসহ বিভিন্ন প্রকারের প্রণোদনামূলক বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৯.৪ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমাদানিকৃত স্বর্ণের ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধা প্রদান করা হবে।

৯.৫ রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণবার, স্বর্ণ কয়েন এ আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য ধাতু অবচয়ের পরিসীমা প্রতিপালন করতে হবে।

৯.৬ স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণবার, স্বর্ণ কয়েন রপ্তানির ক্ষেত্রে হলমার্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক হবে।

৯.৭ স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণবার, স্বর্ণ কয়েন রপ্তানির ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যারহাউজিং সুবিধা দেওয়া হবে।

৯.৮ হস্তনির্মিত ও মেশিনে তৈরি অলংকার রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করা হবে।

৯.৯ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিকারকগণের অনুকূলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দ বিষয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে বিবেচনা করবে।

৯.১০ রপ্তানি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি সংক্রান্ত সকল তথ্য-বন্দর কাস্টমস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসহ সকল পর্যায়ে সমন্বিতভাবে সংরক্ষণ এবং রপ্তানির পূর্বে স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণ বার, স্বর্ণ কয়েন এর পরিমাণ (ওজন) ও মানযাচাই নিশ্চিতকরণ করা হবে।

৯.১১ রপ্তানি নীতিতে বিশেষ উন্নয়নমূলক ও রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের অনুকূলে প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণবার, স্বর্ণ কয়েন রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রদানের সুপারিশ প্রেরণ করা হবে।

১০.০ স্বর্ণখাতের তথ্য সংরক্ষণ :

বাংলাদেশ ব্যাংকে দেশের স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে বাৎসরিক চাহিদা, আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, দোকান সংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণের পরিমাণ, নিলামে স্বর্ণ বিক্রির পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১১.০ নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন করার ক্ষমতা :

বিশেষ প্রয়োজনে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট খাতের অংশীজনদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নীতিমালার অনুচ্ছেদঃ ২.০ (সংজ্ঞা), অনুচ্ছেদঃ

৪.০ অনুচ্ছেদ: ৬.০, আমদানি নীতি আদেশ এবং রপ্তানি নীতি'র কোন পরিবর্তন নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত, অনুচ্ছেদ: ৯ এবং পরিশিষ্ট:ক ও পরিশিষ্ট:খ-তে প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন আনয়ন করতে পারবে।

১২.০ কর্মপরিকল্পনা :

কাজের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর
১২.১ দেশের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি চাহিদা পূরণকল্পে স্বর্ণ আমদানিকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক মনোনীত ডিলার, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)।
১২.১ক স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপনে অনুমতি প্রদান ও অনুসরণীয় পদ্ধতি (SOP) প্রণয়ন। ১২.১খ হীরক কাটিং/প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে কারখানা স্থাপন ও পারিচালনায় অনুসরণীয় পদ্ধতি(SOP) প্রণয়ন। প্রয়োজনে হীরক খাতে বিদ্যমান বিধিমালা 'অমসৃন হীরা (Rough Diamond) আমদানী ও রফতানী (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬' যুগোপযোগীকরণ। ১২.১গ অপরিশোধিত অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ পরিশোধনের উদ্দেশ্যে পরিশোধনাগার স্থাপন ও পরিচালনায় পৃথক SOP প্রণয়ন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১২.২ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান, ওজন, মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি, ক্রয়-বিক্রয়, রপ্তানি, ভোক্তা/ক্রেতা স্বার্থ রক্ষার্থে নিয়মিত বাজার পরিদর্শন।	কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেট, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ।
১২.৩ স্বর্ণমান প্রণয়ন, যাচাই, নিয়ন্ত্রণ এবং হলমার্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি), বিএসটিআই, ইপিবি এবং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ।
১২.৩ক স্বর্ণ মান ও বিশুদ্ধতা যাচাইপূর্বক সনদ প্রদান।	বিএসটিআই অথবা বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) কর্তৃক স্বীকৃত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
১২.৪ ডিউটি ড্র-ব্যাক প্রদান ও বন্ড সুবিধা সহজীকরণ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
১২.৫ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে প্রাপ্য সুবিধা প্রদানে সুপারিশ প্রদান।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
১২.৬ আমদানি, রপ্তানি, মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি, ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও বিনিময়।	বন্দর কাস্টমস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট ডিলার এবং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ।
১২.৭ স্বর্ণখাতে কেন্দ্রীয় তথ্য সংরক্ষণ ভান্ডার প্রতিষ্ঠা।	বাংলাদেশ ব্যাংক।
১২.৮ পরিশিষ্ট হালনাগাদকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

পরিশিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(স্বর্ণ নীতিমালা, ২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ৩.৯ মোতাবেক)

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :
মূসক নিবন্ধন নং :

স্বর্ণবার এবং স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয় বিবরণী
মাস : বছর :

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যারেট	প্রারম্ভিক মজুদ				ক্রয়/সংগ্রহ		স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয়/সরবরাহ		সমাপনী মজুদ				মন্তব্য
			স্বর্ণপিণ্ড		অলংকার						স্বর্ণপিণ্ড		অলংকার		
			ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)
১।	স্বর্ণপিণ্ড														
	মোট														
২।	স্বর্ণালঙ্কার (রিসাইকেল্ড)	২৪													
		২২													
		২০													
		১৮													
	মোট														
	সর্বমোট														

আমি জনাব (নাম ও পদবি), ঘোষণা করিতেছি যে, এই বিবরণীতে প্রদত্ত সকল তথ্যাদি সঠিক ও সত্য। আরো ঘোষণা করিতেছি যে, বিবরণীতে উল্লিখিত ক্রয়/বিক্রয়ের বিপরীতে প্রযোজ্য সকল শুল্ক-কর ও ফি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হইয়াছে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের উপর্যুক্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট মাসের মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্রের সাথে যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গিয়েছে এবং উল্লিখিত বিক্রয়ের বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা হইয়াছে।

বিভাগীয় কর্মকর্তা
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ...।